স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১২ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৭১ ইং 24th Feb. 1965 { ৩৯শ সংখ্যা

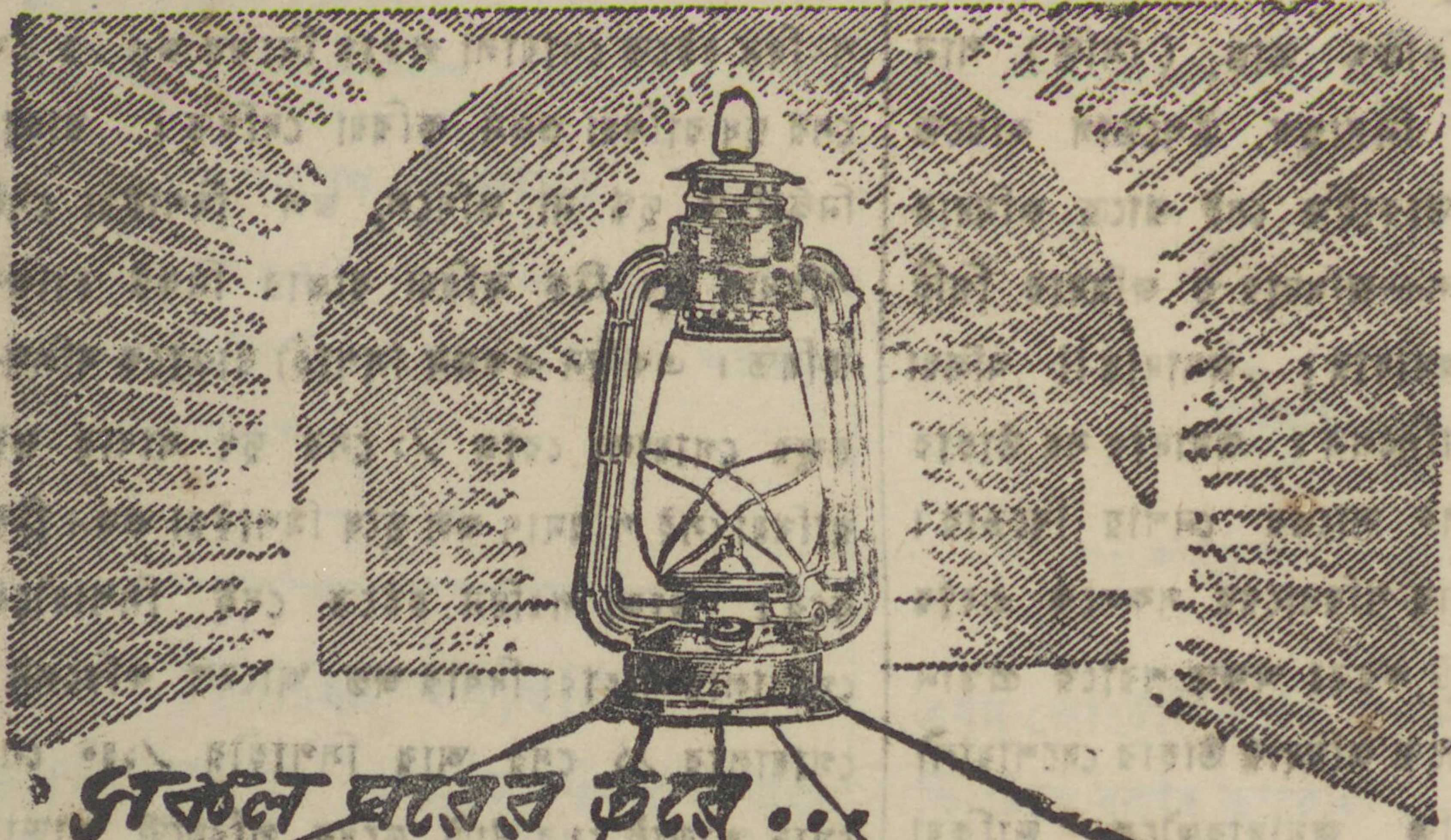

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ১৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

উদ্ভাবে চাঞ্চল্য ও নিপুণতা আধার।

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

১৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

স্টুডেন্টস্ ফেভারিট

রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ

★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

চুরি-ডাকাতি ও দুর্নীতি দমন

—০—

পরাধীন ভারতেও চোর, ডাকাত, দুর্নীতি-পরায়ণ লোক যথেষ্ট ছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল ভারতবাসী যেমন স্বাধীন হইয়াছে, ভারতবাসী চোর, ডাকাত, ঘুষখোর—এরাও স্বাধীন হইবে না, তাহার কারণ কি? এরা বেপরোয়া নিজেদের ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছে। স্বাধীন ভারতে সবাই স্বাধীন, সুতরাং এরাই বা ধরা পড়িয়া জেলে পরাধীন হইতে যাইবে কেন? কবি জোর গলায় বলিয়াছেন—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়"!

চোর ধরিবার জন্য দেশের শান্তিরক্ষক নামধারী পুলিশ বিভাগ আছে। চোরের শাস্তি বিধানের জন্য ফৌজদারী আদালত আছে। দেশে যত চুরি ডাকাতি হয়, ধরা পড়ে তার অতি সামান্য অংশ। আদালতে বিচারার্থ হাজির করা হয় সেই অংশেরও সামান্য অংশ। বিচারে খালাস হয় বেশীর ভাগ। দণ্ড যাহারা পায়, লোকে বলে—তাহারাই গাধা চোর, বা তাদের তদ্বির করার লোক নাই। বিচারক তো বিচার করিবেন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া? সাক্ষী যা বলিবে যদি আসামীর উকীল মোক্তারের কূট বুদ্ধিতে থতমত খাইয়া কথার খামিয়ত ক'রে ফেলে বিচারক আইনানুসারে সন্দেহের ফল আসামীকে দিতে বাধ্য হন। সুতরাং ধরা পড়িলেই যে চোরের সাজা হইবে এ আশা করা দুরাশা। সুতরাং জেল বিভাগটী বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—এই চোর-ডাকাত-দুর্নীত জনগণের এক সামান্য সংখ্যক নির্ব্বোধ বা কারাবাস-প্রীতি সম্পন্ন মুষ্টিমেয় দুর্ভাগ্যেরা। দেশ-নেতারা ক্ষোভ করিয়া বলিয়া-ছেন—অপরাধ হইতেছে, অপরাধীও আছে, কিন্তু প্রমাণ নাই কি করা যাইবে! ইহাদের এই অসহায় অবস্থা দেখিয়া আমাদের ছেলেবেলাকার শোনা এক গল্প মনে পড়িল—

এক ধনী জমিদার বাড়ীতে অনেক নগদী, দারোয়ান ছিল। সকলের উপরে ছিল যে, তাকে জমাদারজী বলা হইত। এরা জমিদারের ডাল রোটির দৈনিক সদ্ব্যবহার এবং মাসে মাসে নগদ রূপেয়ার সদ্‌গতি করিতে ত্রুটি করিত না। মহালে প্রজাদের উপর জোর জুলুম করিয়া থোড়াবহুৎ উপরি ভি কামাতো। রোজ সন্ধ্যার সময় ঢোলক করতালের সুমধুর বাদ্যসহ রামগুণানুকীর্ত্তন করিয়া পল্লীবাসীর কর্ণকুহরে সুধা বর্ষণ করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। হোলীর সময় দোল পূর্ণিমার রাত্রে সকলে আনন্দে সুমধুর বৃন্দাবন লীলার গান গাহিয়া, ধর্ম্মার্থে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাঙ (সিদ্ধি) পান করিয়া, মধ্যরাত্রে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে লাগিল। একদল ডাকাইত সেই রাত্রে জমিদার বাড়ী আক্রমণ করিল—জমিদার ও জমিদার গিন্নি দোতালা হইতে জমাদার! জমাদার!! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। জমাদার সহ তাঁহার সৈন্য সামন্ত সকলেই ভাঙের নেশায় বিভোর। ডাকাইতরা, জমিদার-পরিবারের সকলকে প্রহার করিয়া ধনরত্ন সব লুট করতঃ অক্ষত শরীরে প্রস্থান করিল। পরদিন প্রাতে জমিদার তাঁহার দেশোয়ালী বীরবৃন্দের সেনাপতি জমাদারজীকে ডাকিয়া বলিলেন—জমাদার, তোমাদের এতগুলি ভূতকে আমি ঘী রুটি নগদ টাকা দিয়া পুষিতেছি। কুস্তি কসরৎ করিয়া রোজ ক্ষিদে বাড়াও আর সের ভর্ আটা ধ্বংস কর। গল্পও করো যে সব হাম্ লোগ পালোয়ান। কি করলে আমার সব ডাকাইতে লুট ক'রে নিয়ে গেল? সিদ্ধি খাইয়া অজ্ঞান ছিলাম—এ কথা তো বলা চলে না। জমাদারজী বুদ্ধি করিয়া কৈফিয়ত দিলেন—ক্যা করেঙ্গে হুজুর! হাম লোগন কা এক হাথমে ঢাল, এক হাতমে তলোয়ার! দোনো হাত বন্দ। ক্যা করেঙ্গে হুজুর। তাই মনে হয়। প্রমাণ না হলে দুর্নীতি চুরি ডাকাতি এই সব অপরাধে দণ্ড হবে কেমন করিয়া।

বিভাগীয় কোনও অসাধু ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া এই সব চোর ডাকাইতকে ছাড়িয়া দেয় বলিয়া ক্রমশঃ পরিদর্শন করিবার জন্য একজন, তার উপর একজন, তার উপর একজন, এই ভাবে এক এক বিভাগে কত কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু দুষ্কার্য্যকারী অপরাধীর সংখ্যা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।

এক রাজার গোশালায় অনেক দুগ্ধবতী গাভী ছিল। গোশালার ভারপ্রাপ্ত একজন গোয়ালা প্রত্যহ দুগ্ধ দোহন করিয়া রাজবাড়ীতে দিয়া যাইত। একদিন রাজা নিজে গোশালায় উপস্থিত হইয়া সব গরুর দুগ্ধ একত্র করিয়া ওজন করিলেন। ভারপ্রাপ্ত গোয়ালা রোজ নিজের খাবার জন্য /১ এক সের দুধ রাখিয়া দিত। বাকি খাঁটি দুধ রাজবাড়ী দিয়া আসিত। রাজার দুধ ওজন করার পরদিন হইতে গোয়ালা প্রত্যহ নিজের জন্য /১ এক সের দুধ রাখিয়া ওজন করিয়া দেখিত। রাজার নির্দ্ধারিত দুগ্ধ না জমিলে, জল মিশাইয়া সেই পরিমাণ দুধ ঠিক করিয়া রাজার নিকট হাজির করিত। একদিন একজন সিপাহী রাজাকে বলিল—হুজুর গোয়ালা রোজ /১ সের দুধ খাবার জন্য রাখিয়া সেই পরিমাণ জল দুধে মিশাইয়া ওজন ঠিক করে। রাজা পরদিন হইতে সেই সিপাহীকে গোশালায় পাহারা দিবার জন্য আদেশ করিলেন। গোয়ালার /১ সের আর সিপাহীর /১॥০ সের মোট আড়াই সের খাঁটি দুধের পরিবর্ত্তে আড়াই সের জল পরদিন হইতে দুধে মিশিতে আরম্ভ করিল। রাজা একদিন গোশালায় গেলে পর এক-জন রাজকর্ম্মচারী রাজাকে বলিলেন—ধর্ম্মাবতার, এই সিপাহী রোজ গোশালা হইতে ঘটি করিয়া দুধ লইয়া বাসায় যায়। রাজা সেদিন হইতে সেই কর্ম্মচারীকেও গোশালার খবরদারি করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। সেদিন হইতে গোয়ালার /১ সের, সিপাহীর /১॥০ সের, বাবুটির /২॥০ সের মোট পাঁচ সের দুধের পরিবর্ত্তে জল মিশ্রিত দুগ্ধ রাজার ভোগে লাগিতে আরম্ভ হইল। রাজা এক-দিন গোয়ালা দুধ আনার পর দুধ ঢালিবার সময় দেখিলেন দুধে একটি পুকুরের ছোট পানা ভাসিতেছে গোয়ালাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় গোয়ালা জবাব,

দিল—হুজুর যেইসা কড়া আইন বানায়া ইস্‌মে কব দেখেঙ্গে দুধমে রোহু (রুইমাছ) কুদেগা। অর্থাৎ রুইমাছ লাফাইবে। আমাদের দেশে চুরি ডাকাতি ধরিবার যে সব পন্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে চোর বেচারীদের প্রাপ্যই যেন কমিয়া আসিতেছে। চোর-ধরা চোর ক্রমশঃ সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে।

সাইকেল রিক্সা সম্বন্ধে ঘোষণা

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকায় সাইকেল রিক্সা চালকগণ জনসাধারণের নিকট যাহাতে অধিক ভাড়া আদায় ও ভাড়া যাইতে অসম্মতি প্রকাশ না করে তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ভাড়ার হার ঢোল-শোহরৎ করিয়া দিয়াছেন। চালকগণ ইহার ব্যতিক্রম করিলে গাড়ীর নম্বর লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিতে হইবে।

সাধারণ নির্ব্বাচন

আগামী ৫ই জুলাই, ১৯৬৫ জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া প্রকাশ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই মার্চ্চ, ১৯৬৫

১৯৬৪ সালের ডিক্রীজারী

২৪ স্বত্ব ডিঃ ননীগোপাল দাস দিং দেং শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ দেব ঠাকুরের সেবাইত ও স্বয়ং জঙ্গলচন্দ্র দাস ওরফে দীনবন্ধু দাস দাবি ২১৫'৫৮ পঃ থানা সুতি মৌজে বাগডাঙ্গা ১৪ শতক বসত বাড়ী মধ্যে দেন্দারের ৵০ অংশ মায় গৃহাদি সহ খাজনা ২-৬৯ পঃ নিলাম হইবে খং ১০

১০ স্বত্ব ডিঃ তালিম বিশ্বাস দিং দেং প্রমোদরঞ্জন দাস দাবি ৮৯'৮৩ পঃ থানা সুতি মৌজে আমডোল ১০০ শতকের কাত ১-৭৩ পঃ তন্মধ্যে দেন্দারের অর্দ্ধাংশ ৫০ শতক নিলাম হইবে আঃ ৫০৲ খং ৩২৩

মা-লক্ষ্মীর কলম

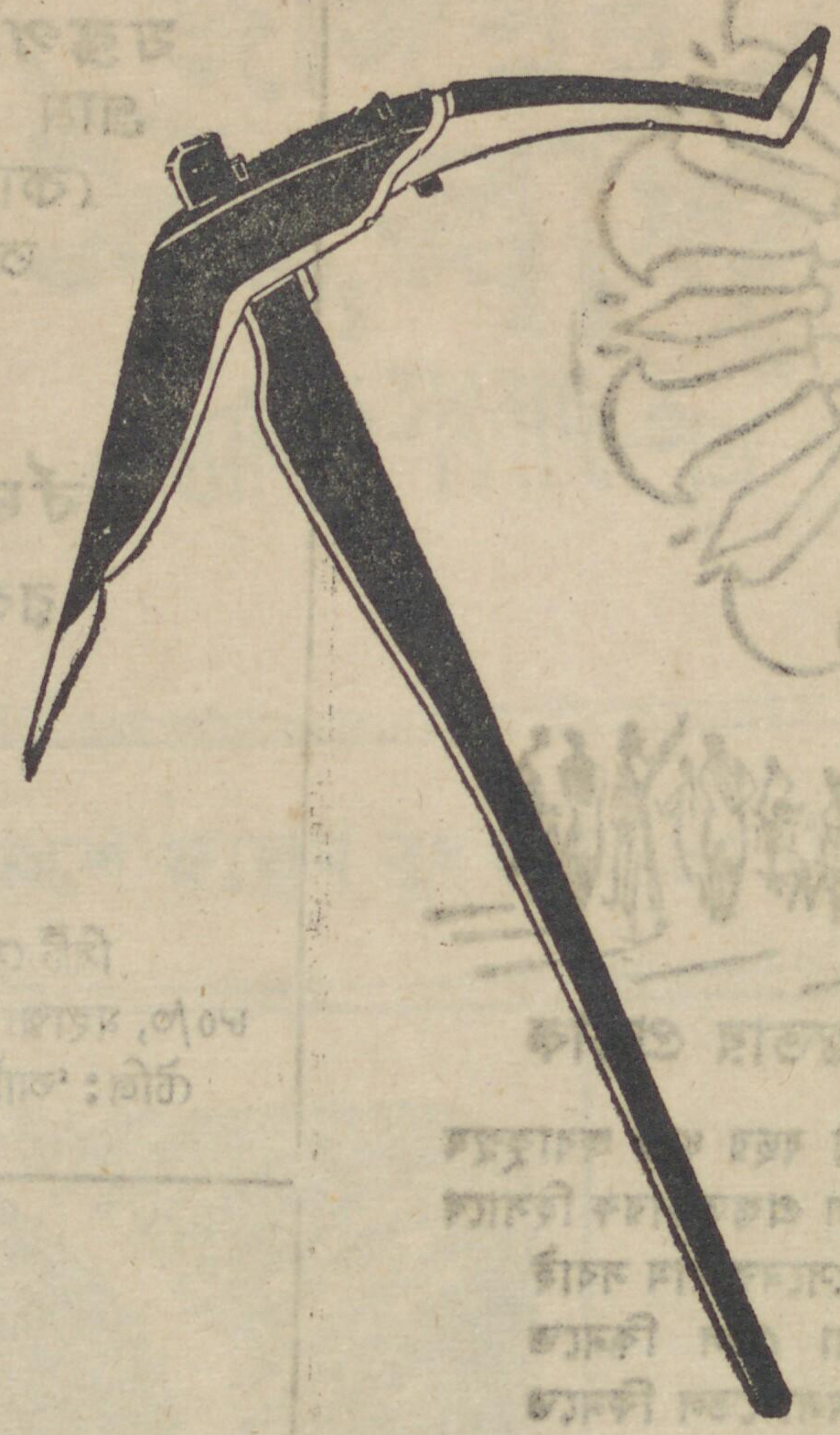

চক্ষুদান

(৺মুকুন্দলাল দাস)

এখন ফোটেনি আঁখি যার—
কি দিয়ে বুঝাব তারে,
কোন্ কর্ম্ম সাধিবারে
জনম লভেছ ক্রোড়ে ভারত-মাতার।

বি, এ, এম, এ, করে পাশ
অন্ন যদি নাহি মিলে,
ভাবনা কিরে কিসের ভয়,
মিশে যা না চাষার দলে।

ক্ষেতে পড়ে আবাদ কর
শক্ত ক'রে লাঙ্গল ধর,
দেখতে পাবি দু'দিন পরে
ঘুচে গেছে হাহাকার।

বিজ্ঞপ্তি

সাগরদীঘি আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে নিম্নলিখিত অস্থায়ী পদগুলির জন্য ভারতীয় নাগরিকের নিকট হইতে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। বয়ঃসীমা উভয় ক্ষেত্রেই ১-৪-৬৫ তারিখে ২০ বৎসরের কম এবং ২৫ বৎসরের বেশী হইবে না। (ক) ক্লার্ক কাম টাইপিষ্ট (খ) পিওন, বেতনের হার (ক) ১২৫'০০—২০০'০০ (খ) ৬০'০০—৭৫'০০

যোগ্যতাবলী (ক) পদের জন্য প্রার্থীকে স্কুল ফাইনাল বা সমতুল পরীক্ষায় এবং (খ) পদে প্রাইমারী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। আবশ্যকীয় (ক) পদে ভাল টাইপ জানা এবং (খ) পদে সাইকেল চালনক্ষম হওয়া চাই। প্রশংসা পত্রের প্রত্যয়িত নকলসহ আবেদন-পত্র আগামী ১৩ই মার্চ্চ, ১৯৬৫ মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পৌছান চাই।

স্বাক্ষর—শ্রীশংকর পাল
২২-২-৬৫ চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার,
সাগরদীঘি আঞ্চলিক পরিষদ।

নোটিশ

সুতী ১নং আঞ্চলিক পরিষদের জন্য নিম্নলিখিত অস্থায়ী পদে ভারতীয় নাগরিকদের নিকট হইতে ৩-৩-৬৫ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

১। করণিক—বেতন ১২৫—২০০ টাকা বয়স ২১ হইতে ৩০ এর মধ্যে এবং স্কুল ফাইনাল বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। উত্তম টাইপ জানা প্রয়োজন।

২। পিওন—বেতন ৬৫—৭৫ টাকা। বয়স ২৩ হইতে ৩০ এর মধ্যে। অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত লেখাপড়া জানা, উত্তম স্বাস্থ্য এবং সাইকেল জানা প্রয়োজন।

স্বাক্ষর—শ্রীধীরাজলাল মজুমদার
২৩-২-৬৫ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার
সুতী ১নং ব্লক
পোঃ আহিরণ, জিলা মুর্শিদাবাদ।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই থাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

চ্যবনপ্রাশ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ,
কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ